দৈনিক সংবাদ

তারিখ 09 SEP 1989
পৃষ্ঠা 8 কলাম ২

196

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপজাতীয় সংরক্ষিত আসন

বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামের শিক্ষা-দীক্ষায় অনুন্নত উপজাতীয়দের উচ্চ শিক্ষাদানের জন্য বিভিন্ন বিদ্যায়তনে সরকার আসন সংরক্ষণ করেছেন। সরকারের এ সুন্দর পদক্ষেপকে আমরা সব সময় স্বাগত জানিয়ে আসছি। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয়, ১৯৮৮-৮৯ শিক্ষাবর্ষে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে মাত্র ৩টি আসনের কথা উল্লেখ করা হয়। তাও আবার সমগ্র বাংলাদেশের উপজাতীয়দের জন্য। উল্লেখ্য, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬টি অনুষদ চালু আছে এবং প্রতিটি অনুষদে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের শিক্ষা দেয়া হয়। অনুষদগুলো হল: (১) ভেটেরিনারী অনুষদ, (২) কৃষি অনুষদ, (৩) কৃষি প্রকৌশল ও কারিগরি অনুষদ ৪) মাৎস্য বিজ্ঞান অনুষদ, (৫) কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীণ সমাজতত্ত্ব অনুষদ এবং (৬) পশুপালন অনুষদ। উল্লেখিত ৬টি অনুষদের মধ্যে শুধু "কৃষি অনুষদ" কৃষি কলেজে চালু আছে। অন্য ৫টি অনুষদ কেবলমাত্র এই বিশ্ববিদ্যালয়ে চালু আছে। কাজেই অনুষদের এবং ভর্তিচ্ছুদের তুলনায় আসন সংখ্যা খুবই সীমিত। যেহেতু বর্তমান সরকারের সুদৃষ্টিতে বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামে শিক্ষিতের হার তথা ভর্তিচ্ছুর সংখ্যা বাড়ছে, সে জন্য প্রতিটি অনুষদে ৩ জন করে ভর্তি করা প্রয়োজন।

অতএব বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং মাননীয় রাষ্ট্রপতির কাছে বিনীত অনুরোধ, পশ্চাৎপদ উপজাতীয়দের জন্য কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিটি অনুষদে ৩টি আসন সংরক্ষিত করা হোক এবং ন্যূনতম দ্বিতীয় বিভাগ প্রাপ্তদের ভর্তি পরীক্ষা দেবার সুযোগ দেয়া হোক।

পলাশ কান্তি চাকমা
২৩/প, ঈশা খাঁ হল, বাংলাদেশ
কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।